রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ১৯, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা: ১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

নং ১৬.০০.০০০০.০০৪.২২.০০১.২৫.১৮—প্রস্তাবনা–যেহেতু দেশের মুসলিম জনজীবনে মসজিদ অত্যন্ত পবিত্র, অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ জীবনে এর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান;

যেহেতু গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৪ অষ্টম জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশনের পঞ্চম বৈঠকে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে উত্থাপিত এক নোটিশের জবাবে তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহান জাতীয় সংসদে মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নের অঙ্গিকার করেন এবং

যেহেতু দেশের মসজিদসমূহের ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু, সুশৃংখল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন,

সেহেতু নিম্নোক্ত মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫ প্রণয়ন করা হইল।

১। **শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই নীতিমালা 'মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সরকারি মসজিদ ব্যতীত অন্য সকল মসজিদের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা ।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়-

(ক) 'অনুচ্ছেদ', 'উপ-অনুচ্ছেদ' অর্থ যথাক্রমে এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ;

মূল্য ঃ টাকা ২৪.০০

(খ) ‘ইমাম’ অর্থ যিনি মসজিদে সালাত পরিচালনা করেন কিন্তু পেশ ইমাম নহেন;

(গ) ‘কমিটি’ অর্থ মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(ঘ) ‘খতীব’ অর্থ যিনি জুম’আ ও ঈদের সালাতে খুতবা দান করেন এবং উক্ত সালাত পরিচালনা করেন;

(ঙ) ‘সিনিয়র পেশ ইমাম’ অর্থ একাধিক পেশ ইমাম থাকিলে যিনি প্রধান ইমামের দায়িত্ব পালন করেন;

(চ) ‘পেশ ইমাম’ অর্থ যিনি জুম’আর সালাতের খুতবা দানসহ জুম’আ ও পাঞ্জেগানা সালাত পরিচালনা করেন;

(ছ) ‘প্রধান মুয়াযযিন’ অর্থ যে মসজিদে একাধিক মুয়াযযিন আছেন তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান;

(জ) ‘মুয়াযযিন’ অর্থ যিনি মসজিদে সালাতের আযান দেন;

(ঝ) ‘প্রধান খাদিম’ অর্থ যে মসজিদে একাধিক খাদিম আছেন তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান;

(ঞ) ‘খাদিম’ অর্থ যিনি সালাত পরিচালনা ও আযান দেওয়া ব্যতীত মসজিদের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করেন;

(ট) ‘বাছাই কমিটি’ অর্থ এই নীতিমালার ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাছাই কমিটি;

(ঠ) ‘মসজিদ’ অর্থ যে স্থাপনায় নিয়মিত জুম’আ ও দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সহিত আদায় হয়;

(ড) ‘মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি’ অর্থ অনুচ্ছেদ – ৭ ও ৮ এ বর্ণিত কমিটি;

(ঢ) ‘তফসিল’ অর্থ এ নীতিমালায় বর্ণিত তফসিল;

(ণ) ‘নিরাপত্তা প্রহরী’ অর্থ মসজিদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(ত) ‘মুসল্লী’ অর্থ মসজিদ এলাকার স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যাহারা নিয়মিত সংশ্লিষ্ট মসজিদে সালাত আদায় করেন এবং মসজিদে নিয়মিত দান করেন।

৩। **মসজিদ নির্মাণের স্থান।**—(১) শরীয়াহসম্মত স্থানে এবং মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মসজিদের নামে ওয়াকফ, দান, ক্রয়কৃত অথবা আইন অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করিতে হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে কোনো মসজিদ নির্মাণ করা হইলে উহা উচ্ছেদ করা যাইবে এবং এইরূপ মসজিদ নির্মাণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৪। **মসজিদ এলাকা।**—কোনো মসজিদের সংলগ্ন যে সকল বাড়ি/ পাড়া/ মহল্লার বাসিন্দাগণ উক্ত মসজিদে নিয়মিত সালাত আদায় করেন সে সকল বাড়ি/ পাড়া/ মহল্লা সমষ্টিগতভাবে উহার ‘মসজিদ এলাকা’ হিসাবে গণ্য হইবে।

৫। **মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালন ব্যয়।**—জনগণের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দান, অনুদান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দেশি-বিদেশি সংস্থা বা অন্য কোনো উৎসের আর্থিক সহযোগিতায় মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

৬। **নারীদের জন্য সালাতের স্থান।**—মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি শরীয়তসম্মতভাবে নারীদের জন্য পৃথক সালাতের কক্ষ বা স্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৭। **মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—(১) প্রত্যেকটি মসজিদ পরিচালনার জন্য একটি কমিটি থাকিবে যাহা 'মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি' নামে অভিহিত হইবে। মসজিদের প্রকৃতি অনুযায়ী মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নবর্ণিত যেকোনো প্রকার হইতে পারিবে, যথা: —

(ক) সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত মসজিদের ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি। তবে এ জাতীয় মসজিদের ক্ষেত্রে মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব সরাসরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নিজেও পালন করিতে পারিবে;

(খ) মসজিদের মুসল্লীগণ কর্তৃক নির্বাচিত বা মনোনীত কমিটি;

(গ) ওয়াকফ এস্টেটভুক্ত মসজিদসমূহের ক্ষেত্রে ওয়াকফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ অনুসারে ওয়াকফ দলিলের বিধান মোতাবেক গঠিত কমিটি।

(২) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি মসজিদ পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হইবে। উক্ত কমিটি কাজের সুবিধার্থে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৮। **মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন।**—(১) অনুচ্ছেদ ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের বা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যাইবে। যথা:

পদের নাম		পদের সংখ্যা
(১)	সভাপতি	১
(২)	সহ-সভাপতি	২
(৩)	সাধারণ সম্পাদক	১
(৪)	সহ-সাধারণ সম্পাদক	১
(৫)	অর্থ সম্পাদক	১
(৬)	সম্পাদক, মসজিদ পাঠাগার ও দ্বীনি দাওয়াত	১
(৭)	সম্পাদক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ	১
(৮)	নির্বাহী সদস্য (প্রধান ইমামসহ)	৭
	মোট:	১৫

(২) মসজিদের আয়, আয়তন ও অবস্থান বিবেচনায় প্রয়োজনে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ গঠিত কমিটির সদস্য সংখ্যা কম-বেশি হইতে পারিবে।

(৩) কমিটির সভাপতি কমিটির যে কোনো সদস্য বা পদের ব্যক্তিকে অভ্যন্তরীণ কোনো দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মসজিদের প্রধান ইমাম তিনি খতীব বা পেশ ইমাম বা ইমাম যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, উক্ত কমিটির নির্বাহী সদস্য হইবেন। তবে, তাহার পদ কিংবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

৯। **মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা।**—নিয়মিত সালাত আদায়কারী এবং ইসলামী শরীয়ত অনুসারে জীবন যাপনকারী সংশ্লিষ্ট মসজিদ এলাকার যে কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমান বাসিন্দা মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন।

১০। **মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচক ও নির্বাচন প্রক্রিয়া।**—(১) মসজিদ এলাকার মুসল্লীদের একটি তালিকা মসজিদ কমিটি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে। উক্ত তালিকাভুক্ত মুসল্লীগণ সংশ্লিষ্ট মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনের জন্য ভোটার হইবেন। সংরক্ষিত তালিকা যাচাই-বাছাই করিয়া নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(২) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মসজিদের মুসল্লীদের মধ্য হইতে সর্বসম্মতিক্রমে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুইজন নির্বাচন কমিশনারের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে। মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনার বিষয়ে উক্ত কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন নিম্নোক্ত যে কোনো পদ্ধতিতে হইতে পারিবে, যথা:

(ক) প্রস্তাব ও সমর্থনের ভিত্তিতে;

(খ) প্রস্তাব ও সমর্থনের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিলে গোপন ব্যালটের ভিত্তিতে।

(৪) কমিটি তালিকাভুক্ত মুসল্লীদের অংশগ্রহণে প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে কমপক্ষে একটি সাধারণ সভা আয়োজন করিবে।

১১। **মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ।**—(১) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ মেয়াদ হইবে তিন বৎসর । তবে যুক্তিসঙ্গত কারণে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা যাইবে।

(২) মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কমপক্ষে ৩ মাস ও সর্বোচ্চ ৬ মাস পূর্বে নূতন কমিটি গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই নূতন কমিটি গঠন সম্পন্ন করিতে হইবে।

১২। **আহবায়ক কমিটি গঠন।**—অনিবার্য কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হইলে মুসল্লীদের সর্বসম্মতিক্রমে ৫ বা ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হইবে। উক্ত আহ্বায়ক কমিটি উহার গঠিত হইবার ৬০ দিনের মধ্যে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

১৩। **মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির বিলুপ্তি।**— নিম্নোক্ত যেকোনো ক্ষেত্রে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি বিলুপ্ত হইবে:

(১) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে;

(২) কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য পদত্যাগ করিলে;

(৩) বিদ্যমান কমিটি নূতন কমিটি গঠন সম্পন্ন করিলে;

(৪) কমিটির বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসল্লী কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাব আনীত হইলে।

১৪। **পদত্যাগ, পদচ্যুতি ও শূন্যপদ পূরণ।**—(১) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো সদস্য;

(ক) রাষ্ট্র ও সমাজ বিরোধী বা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো কাজ করিলে, আদালত কর্তৃক ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত হইলে বা মসজিদের স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজ করিলে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি ক্ষেত্রমতে তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবে। তবে পদচ্যুত করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে।

(খ) কোনো কারণে পদত্যাগ করিলে তাহার পদ শূন্য হইবে।

(২) কমিটির সদস্যের শূন্যপদ পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ মুসল্লীদের মধ্য হইতে কো-অপ্ট করিয়া অথবা মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো সদস্যকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে।

১৫। **মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন পদের দায়িত্ব।**—মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের দায়িত্ব নিম্নরূপ, যথা:

(১৫.১) **সভাপতি**: যিনি —

(ক) সরকার নির্ধারিত অফিসে মসজিদ নিবন্ধনের ব্যবস্থা করিবেন;

(খ) বাছাই কমিটির সদস্যগণকে প্রার্থী বাছাইয়ের তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক পত্র প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন এবং তাহাদের যাতায়াত ভাতা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিবেন;

(গ) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, খতীব, পেশ ইমাম, ইমাম, মুয়াযযিন, খাদিম ও অন্যান্যদের নিয়োগ দান করিবেন এবং তাহাদিগকে বেতন, ভাতা ও সম্মানী, যেখানে যাহা প্রযোজ্য, প্রদান করিবেন;

(ঘ) মসজিদের আয় হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর কোনো অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে, মসজিদের আয় বৃদ্ধির জন্য ভূমি ক্রয়, মার্কেট, দোকান, বাড়ি নির্মাণ, মৎস্য চাষ, কৃষি খামার স্থাপন, ব্যাংকে মেয়াদী আমানত খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন;

(ঙ) মসজিদের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন এবং যাবতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন;

(চ) মসজিদের সকল খরচের বিল-ভাউচার পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন করিবেন;

(ছ) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ও সাধারণ মুসল্লীদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়িলে নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন;

(জ) সংশ্লিষ্ট সম্পাদক/সদস্যগণের কাজের তদারকী করিবেন এবং পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও অনুমোদন করিবেন;

(ঝ) মসজিদ সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করিবেন;

(ঞ) মসজিদে বিভিন্ন ধরণের নিবন্ধন রেজিস্টার চালুকরণ: সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে অবহিত করিয়া মসজিদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেজিস্টার খুলিয়া তাহাতে মসজিদ এলাকার জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, প্রতিবন্ধীদের তথ্য, বেকার যুবক, বিধবা, দুঃস্থ-অসহায় ও ইয়াতিমদের তথ্য লিপিবদ্ধ করিবে যাহাতে যাকাত ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সেবামূলক কাজ করা যায়। মসজিদে কর্মরত যেকোনো ব্যক্তিকে দিয়ে এরূপ কাজ করা যাইতে পারে।

(ট) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পেশ ইমাম, ইমাম, মুয়াযযিন, খাদিম ও অন্যান্যদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

(১৫.২) **সহ-সভাপতি**: যিনি —

(ক) সভাপতির কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করিবেন;

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ও মুসল্লীদের সভায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সভাপতিত্ব করিবেন;

(গ) সভাপতির অপসারণ, মৃত্যু বা পদত্যাগজনিত কারণে পদ শূন্য হইলে পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত বা নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঘ) সভাপতি বা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১৫.৩) **সাধারণ সম্পাদক**: যিনি —

(ক) সভাপতির অনুমোদনক্রমে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট সম্পাদকগণের সহিত পরামর্শক্রমে, মসজিদের বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত এবং পেশ করিবেন;

(গ) সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করিবেন;

(ঘ) মসজিদের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখিবেন;

(ঙ) সভাপতি বা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন;

(চ) সভাপতি ও কমিটির সাথে পরামর্শ করিয়া সাধারণ সম্পাদক মসজিদে বিভিন্ন অরাজনৈতিক দ্বীনি দাওয়াত সংস্থা যথা-তাবলীগ জামাত, পীর-মাশায়েখগণের যিকির আযকার এবং ওয়াজ কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের জন্য মসজিদের অভ্যন্তরে একটি পৃথক স্থান নির্ধারণ করিয়া দিবেন। যাহাতে তাহারা মসুল্লীদের সালাতের বিঘ্ন না ঘটাইয়া ঐ নির্ধারিত স্থানে নিরিবিলিতে বয়ান ও যিকির-আযকার করিতে পারেন।

(১৫.৪) **সহ-সাধারণ সম্পাদক**: যিনি —

(ক) সাধারণ সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করিবেন;

(খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন;

(গ) সভাপতি বা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করিবেন।

(১৫.৫) **অর্থ সম্পাদক**: যিনি —

(ক) মসজিদের নগদ অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ সংরক্ষণ করিবেন;

(খ) হিসাব নিকাশ রক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এতদসংক্রান্ত বিল, ভাউচার ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন;

(গ) সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের সহিত যৌথ স্বাক্ষরে মসজিদের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিবেন;

(ঘ) মসজিদের আয় বর্ধনের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন;

(ঙ) সভাপতি বা মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১৫.৬) **সম্পাদক, মসজিদ পাঠাগার**: যিনি —

(ক) মসজিদে পাঠাগার না থাকিলে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন এবং থাকিলে উহাকে আরও সক্রিয় ও সমৃদ্ধ করিবেন;

(খ) পাঠাগারের জন্য আলমিরা, বইপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং পাঠাগারের পাঠক বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন;

(গ) স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের জন্য তালীম, পাঠচক্র বা সামষ্টিক পাঠের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ঘ) মসজিদ পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় কমিটি এবং ইমাম ও মুয়াযযিনের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন;

(ঙ) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মসজিদ পাঠাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন পেশ করিবেন;

(চ) ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় আবেদন করিবেন;

(ছ) সভাপতি বা মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১৫.৭) **সম্পাদক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ**: যিনি —

(ক) মসজিদভিত্তিক ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা করিবেন;

(খ) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিবস উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর ও মুসল্লিদের মধ্যে হামদ, নাত, ক্বিরআত, আযান, রচনা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

(গ) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে ওয়াজ ও তাফসির মাহফিলের আয়োজন করিবেন;

(ঘ) অপসংস্কৃতি, শিরক ও বিদআত রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে মসজিদ কমিটি, ইমাম, মুয়াযযিন ও মুসল্লিদের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন;

(ঙ) কমিটির সভায় এই বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়ে পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন পেশ করিবেন;

(চ) মসজিদ এলাকার অসহায়, বিধবা, বৃদ্ধ, গরীব, মিসকীন, অসুস্থ, ইয়াতিম, অন্ধ, প্রতিবন্ধীদের সাহায্য প্রদানে উদ্বুদ্ধ করিবেন;

(ছ) সমাজকল্যাণ মূলক কাজের জন্য দানশীল ব্যক্তি ও দাতা সংস্থার নিকট হইতে দান ও সদকা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া একটি পৃথক তহবিল গঠন করিবেন;

(জ) একটি যাকাত ফান্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।;

(ঝ) মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সরকারের অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি যথা- পশুপালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণ, প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌতুকবিহীন বিবাহ, ইসলামী শরীয়াহর আলোকে নারী পুরুষের সুষম অধিকার, এইচআইভি/এইডস, সন্ত্রাস ও মাদকাসক্তি রোধ সম্পর্কে জনসচেতনার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ঞ) সভাপতি বা মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১৫.৮) **সম্পাদকগণের সাধারণ দায়িত্ব:** কমিটির সম্পাদকগণ তাহাদের নিজ নিজ বিভাগের বাৎসরিক কর্মসূচি মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন এবং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সহিত পরামর্শক্রমে বাস্তবায়ন করিবেন এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন উক্ত কমিটির নিকট পেশ করিবেন;

(১৫.৯) **নির্বাহী সদস্য:** প্রত্যেক নির্বাহী সদস্য মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাসাধ্য সহযোগিতা প্রদান করিবেন, কমিটির সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করিবেন এবং সভাপতি বা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬। **মসজিদের জনবলসমূহ।—(১)** মসজিদের জনবল নিম্নরূপ পদসমূহের হইতে পারে-

(ক) খতীব;

(খ) সিনিয়র পেশ ইমাম;

(গ) পেশ ইমাম;

(ঘ) ইমাম;

(ঙ) প্রধান মুয়াযযিন;

(চ) মুয়াযযিন ;

(ছ) প্রধান খাদিম;

(জ) খাদিম;

(ঝ) নিরাপত্তা প্রহরী (দিবা);

(ঞ) নিরাপত্তা প্রহরী (নৈশ);

(ট) পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

(২) উক্ত পদসমূহে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা হইবে তফসিলে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।

(৩) মসজিদের আয়তন, মুসল্লী সংখ্যা ও আয় বিবেচনায় মসজিদের পদ কিংবা জনবলের সংখ্যা কম/বেশি হইতে পারিবে।

১৭। **নিয়োগ পদ্ধতি।**—(১) তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে মসজিদের কোনো পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা যাইতে পারে, যথা:

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট পদে নিয়োগ করা যাইবে না , যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ,তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

১৮। **সরাসরি নিয়োগ।**—(১) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কোনো পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাছাই কমিটি আবেদন দাখিলের জন্য কমপক্ষে ১৫ দিন সময় দিয়া জাতীয় অথবা স্থানীয় একটি বাংলা পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের নোটিশ বোর্ড/দৃশ্যমান স্থানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি লটকাইয়া দিবেন। এরূপ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে পদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাছাই কমিটি তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, বা ক্ষেত্রমত, শুধু মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করিবেন। তবে খতীব ও ইমামের ক্ষেত্রে সহীহ কুরআন তিলাওয়াত, জুম'আর আলোচনা, খুতবা পাঠ এবং সালাতে ইমামতির বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।**—(১) এতদুদ্দেশ্যে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে ;

(২) যদি কোনো ব্যক্তির চাকুরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

২০। **বাছাই কমিটি।**—(১) প্রত্যেক মসজিদের যেকোনো পদে নিয়োগের জন্য ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি থাকিবে, যাহা নিম্নরূপ:

(ক)	মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	আহ্বায়ক
(খ)	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(গ)	কমিটি কর্তৃক মনোনীত জেলা বা উপজেলার প্রসিদ্ধ মসজিদের একজন খতীব বা পেশ ইমাম এবং আলিয়া বা কওমী নেসাবের একজন মুফতী	বিশেষজ্ঞ সদস্য (২ জন)
(ঘ)	মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত কমিটির একজন সদস্য	সদস্য
(ঙ)	কমিটি কর্তৃক মনোনীত নিবন্ধিত ইমাম-খতীব সংগঠনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(চ)	মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বা সহ-সাধারণ সম্পাদক	সদস্য-সচিব

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে গঠিত বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট পদের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিগণের বাছাই পরীক্ষা গ্রহণক্রমে মেধা তালিকা প্রস্তুত করে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রেরীত তালিকা হইতে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট পদে মেধাক্রম অনুযায়ী প্রথম জনকে নিয়োগ প্রদান করিবেন। তবে মেধা তালিকার প্রথমজন যোগদান না করিলে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী জনকে নিয়োগের জন্য বিবেচনায় নিতে হইবে।

২১। **নিয়োগপত্র দান।**—মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুচ্ছেদ ২০(২) এর অধীনে প্রস্তুতকৃত তালিকা হইতে মেধাক্রম অনুযায়ী প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের শর্তাবলি (যেমন-বেতন, ভাতা, দায়িত্বাবলি, চাকুরি হইতে অপসারণ বা চাকুরিচ্যুতি সংক্রান্ত) উল্লেখ করিয়া নিয়োগপত্র প্রদান করিবেন। উক্ত নিয়োগপত্র কমিটির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

২২। **মসজিদে কর্মরত জনবলের দায়িত্ব-কর্তব্য।**—এই নীতিমালা অনুযায়ী মসজিদে কর্মরত জনবলের মধ্যে-

২২.১। খতীবের দায়িত্ব:

(ক) প্রতি শুক্রবার জুম'আর সালাতের পূর্বে বয়ান ও খুৎবা প্রদানসহ জুম'আর সালাত পরিচালনা করা;

(খ) কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারাবীহ্, ঈদ, ইস্তেস্কা সালাত পরিচালনা করা;

(গ) মুসল্লীদের বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইল ও ফতোয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া;

(ঘ) ইলমে দ্বীন সংক্রান্ত নিয়মিত তাফসির, তা'লিম, দারস কোর্স/ মাহফিল পরিচালনা করা;

(ঙ) প্রতি শুক্রবার এশার সালাতের পরে পবিত্র কুরআন থেকে তাফসির করা;

(চ) হজ ও ওমরাহ্ যাত্রী মুসল্লীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ছ) সালাত আদায় ও শরিআহ পরিপালনে এলাকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা;

(জ) দ্বীন প্রচারে কুরআনের তাফসীর, ওয়াজ-নছীহতের, পাঠাগার ও মক্তবের আয়োজন ও ব্যবস্থা করা;

(ঝ) মুসল্লী ও এলাকাবাসীর ইলম, আমল, আখলাক, স্বভাব, চরিত্র, স্বাস্থ্য ও এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে সাধ্যমত অবদান রাখা;

(ঞ) মসজিদের অন্যান্য অধস্তনদের কাজ তদারকি করা, ছুটির আবেদন সমন্বয় করা এবং ছুটির আবেদন সম্পর্কে মতামত প্রদান করা।

২২.২। সিনিয়র পেশ ইমাম/ পেশ ইমাম/ ইমামের দায়িত্ব:

(ক) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত, ক্ষেত্রমত জুম'আ, জানাযা ও তারাবির সালাত পরিচালনা করা;

(খ) মুসল্লীগণকে নিয়মিত সালাত, সাওম, হজ, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াতের তা'লিম দেওয়া;

(গ) কমিটির সহযোগিতায় ফজিলতপূর্ণ বিভিন্ন দিবস/রজনী উপলক্ষে যথোপযুক্ত বয়ান ও নসিহত করা;

(ঘ) কমিটির সহযোগিতায় নিয়মিত তাফসীর, দারসুল কুরআন, দারসুল হাদিস, ওয়াজ পরিচালনা করা;

(ঙ) কমিটির সহযোগিতায় ইসলামী পাঠাগার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করা;

(চ) মসজিদের পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে কমিটিকে সহযোগিতা করা;

(ছ) মুয়াযযিন, খাদিম ও অধস্তনদের কাজ তদারকি করা এবং পরিলক্ষিত ব্যত্যয় নিজ দায়িত্বে সমাধান করা;

(জ) মসজিদের পাঠাগার, বাগান ও অন্যান্য সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় কমিটিকে সাহায্য করা;

(ঝ) মসজিদের মুয়াযযিন ও অধস্তনদের ছুটির আবেদনের বিষয়ে মতামত প্রদান করা;

(ঞ) দ্বীনের প্রচার-প্রসার এবং মুসল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২২.৩। মুয়াযযিনের দায়িত্ব:

(ক) সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত ও জুম'আর সালাতের আযান-ইকামত দেওয়া ও সালাত পরিচালনায় ইমামকে সাহায্য করা;

(খ) ইমামের ছুটি/ অনুপস্থিতিতে সালাত পরিচালনা করা;

(গ) মসজিদের পাঠাগার, বাগান ও অন্যান্য সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় কমিটিকে সাহায্য করা;

(ঘ) জুম'আ এবং কমিটির সিদ্ধান্ত থাকলে অন্য ওয়াক্তে দান বাক্স পরিচালনা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;

(ঙ) মুসল্লীদের নিকট হইতে মাসিক দান/ চাঁদা সংগ্রহ, জমা এবং হিসাব সংরক্ষণে কমিটিকে সহায়তা করা।

২২.৪। খাদেমের দায়িত্ব:

(ক) মসজিদের ভিতর এবং বহিরাঙ্গানের ওযুখানা, এস্তেঞ্জাখানার সার্বিক পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা;

(খ) মুয়াজ্জিনের অনুপস্থিতিতে আযান দেয়া ও সালাত পরিচালনায় ইমামকে সাহায্য করা;

(গ) মসজিদের মক্তব, পাঠাগার পরিচালনায় কমিটি ও দায়িত্বশীলদের সহযোগিতা করা;

(ঘ) মুসল্লীদের নিকট হইতে মাসিক দান- চাঁদা সংগ্রহ করা, হিসাব রাখা এবং দায়িত্বশীলের নিকট জমা প্রদান;

(ঙ) মসজিদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে কমিটিকে সাহায্য করা;

(চ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য বিল সংগ্রহ, পরিশোধ এবং হিসাব রক্ষায় কমিটিকে সহযোগিতা করা;

(ছ) জানাযা ও মৃতদেহ গোসলের স্থান পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মৃতদেহ গোসল করানো।

২২.৫। নিরাপত্তা প্রহরী (দিবা)/(নৈশ) এর দায়িত্ব:

(ক) মসজিদ গৃহ, আঙিনা ও সম্পত্তির সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(খ) মুসল্লীদের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করা, হিসাব রাখা এবং দায়িত্বশীলের নিকট জমা প্রদান;

(গ) মসজিদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে কমিটিকে সাহায্য করা;

(ঘ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য বিল সংগ্রহ, পরিশোধ এবং হিসাব রক্ষায় কমিটিকে সহযোগিতা করা;

(ঙ) মৃতদেহ গোসল প্রদানে সহযোগিতা করা।

২২.৬। পরিচ্ছন্নতা কর্মীর দায়িত্ব:

(ক) মসজিদের ওযুখানা, এস্তেঞ্জাখানার সার্বিক পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা;

(খ) কমিটি দায়িত্ব দিলে মুসল্লীদের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করা, হিসাব রাখা ও দায়িত্বশীলের নিকট জমা প্রদান;

(গ) মসজিদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে কমিটিকে সাহায্য করা;

(ঘ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য বিল সংগ্রহ, পরিশোধ এবং হিসাব রক্ষায় কমিটিকে সহযোগিতা করা;

(ঙ) মসজিদের আঙিনা, জানাযার স্থান ও মৃতদেহ গোসলের স্থান পরিচ্ছন্ন রাখা।

২৩। মসজিদ কমিটি ও জনবলের সকলের সাধারণ করণীয়।—

২৩.১। মসজিদ কমিটির সকলের সাধারণ করণীয়:

(ক) এই নীতিমালা অনুসরণ করা;

(খ) মসজিদের সকল সম্পদ ও জনবলের জিম্মাদার ও আমানতদার হিসাবে কাজ করা;

(গ) মুসল্লী ও এলাকাবাসীর ইলম, আমল, আখলাক, স্বভাব, চরিত্র, স্বাস্থ্য ও এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা পালন;

(ঘ) ইলমে দ্বীন সংক্রান্ত নিয়মিত মসজিদে তাফসির, তা'লিম, দারস কোর্স/ মাহফিল আয়োজন করা;

(ঙ) বিভিন্ন ফজিলতপূর্ণ ইসলামী দিবস পালনের উপযুক্ত আয়োজন করা;

(চ) শরিয়ত-বিরোধী, সমাজ-বিরোধী বা রাষ্ট্রীয় আইন-বিরোধী কোনো কাজে সম্পৃক্ত না হওয়া;

(ছ) মসজিদের নৈমিত্তিক কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখা।

২৩.২। মসজিদে কর্মরত সকল জনবলের সাধারণ করণীয়:

(ক) মসজিদের আমানতদার হিসাবে কাজ করা;

(খ) মুসল্লী ও এলাকাবাসীর ইলম, আমল, আখলাক, স্বভাব, চরিত্র, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে সাধ্যমত অবদান রাখা;

(গ) কোন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করা;

(ঘ) অনুমোদিত ছুটি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত না থাকা;

(ঙ) বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ না করা;

(চ) মসজিদের নৈমিত্তিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা;

(ছ) কমিটি ও উর্ধ্বতন পদস্থ কারও অবাধ্য না হওয়া।

২৪। **বেতন কাঠামো।**—(১) মসজিদে কর্মরত ব্যক্তিগণকে নিম্নোক্ত সারণীতে বর্ণিত পদের বিপরীতে উল্লিখিত গ্রেডের বেতন প্রদান করা যাইতে পারে:

ক্রম	পদের নাম	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)
(১)	খতীব	চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী
(২)	সিনিয়র পেশ ইমাম	গ্রেড-৫
(৩)	পেশ ইমাম	গ্রেড-৬
(৪)	ইমাম	গ্রেড-৯
(৫)	প্রধান মুয়াযযিন	গ্রেড-১০
(৬)	মুয়াযযিন	গ্রেড-১১
(৭)	প্রধান খাদিম	গ্রেড-১৫
(৮)	খাদিম	গ্রেড-১৬
(৯)	নিরাপত্তা প্রহরী (দিবা)	গ্রেড-২০
(১০)	নিরাপত্তা প্রহরী (নৈশ)	গ্রেড-২০
(১১)	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	গ্রেড-২০

(২) আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং পাঞ্জেগানা মসজিদের ক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী বেতন ভাতাদি নির্ধারণ করা যাইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত বেতন কাঠামো সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত জাতীয় বেতন স্কেল অনুসারে একইরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) মসজিদে কর্মরত যেকোনো ব্যক্তি ঈদ ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় ছুটি ভোগ না করিয়া কর্মে নিয়োজিত থাকিলে তাহাকে উক্ত কর্মের জন্য অতিরিক্ত সম্মানী প্রদান করা যাইবে।

(৫) কমিটি মসজিদে পরিচালিত মক্তবের শিক্ষককে পৃথকভাবে যৌক্তিক পরিমাণ সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

২৫। **উৎসব ভাতা।**—ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা উদযাপনের জন্য এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী নিয়োজিত জনবলকে তাদের স্ব স্ব এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসব ভাতা দেওয়া যাইবে।

২৬। **আবাসন।**—মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি মসজিদে কর্মরত জনবলের প্রয়োজন বিবেচনায় সামর্থ্য অনুসারে সপরিবারে আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৭। **মসজিদ তহবিল।**—(১) মসজিদ ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট মসজিদের নামে একটি তহবিল থাকিবে এবং মসজিদের সকল আয় উক্ত তহবিলে জমা হইবে।

(২) মসজিদের তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য যে কোনো শরীয়াহভিত্তিক তফসিলী ব্যাংকে মসজিদের নামে হিসাব থাকিবে এবং মসজিদের সকল আয় উক্ত হিসাবে জমা হইবে। মসজিদের যাবতীয় লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

(৩) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক এর মধ্যে যে কোনো দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৪) অর্থ সম্পাদক সকল প্রকার লেনদেনের যথাযথ লেজার, ক্যাশবহি, বিল-ভাউচার সংরক্ষণ করিবেন এবং যেকোনো সময় নিরীক্ষার জন্য প্রস্তুত রাখিবেন।

(৫) প্রতি বৎসরের আর্থিক কার্যক্রম কমিটির সভায় গঠিত নিরীক্ষক দল দ্বারা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করিয়া মুসল্লীদের সাধারণ সভায় উপস্থাপন এবং অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২৮। **মসজিদের আয়ের উৎস।**—(১) মসজিদের আয়ের উৎসসমূহ নিম্নরূপ: —

(ক) মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, মুসল্লি ও মুসলিম দাতাদের এককালীন দান;

(খ) মসজিদের দানবাক্সে দানকৃত অর্থ;

(গ) মসজিদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আয়;

(ঘ) সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সংস্থা হইতে প্রাপ্ত দান, অনুদান ও মঞ্জুরি;

(ঙ) মসজিদের শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে অর্জিত মুনাফা;

(চ) মসজিদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ আয় ;

(ছ) অন্যান্য উৎস হতে অর্জিত আয়।

(২) মসজিদের নামে যানবাহনে বা রাস্তাঘাটে কোনো অর্থ বা চাঁদা আদায় বা উত্তোলন করা যাইবে না।

২৯। **মাসিক সঞ্চয়।**—(১) মসজিদ কমিটি মসজিদে কর্মরত ব্যক্তিগণের ভবিষ্যত কল্যাণের স্বার্থে তাহাদের বেতন হইতে ৫% অর্থ কর্তন করিবেন এবং এই কর্তনকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ মসজিদ তহবিল হইতে প্রদান করিয়া একত্রে উহা কোনো শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক হিসাবে জমা রাখিবেন। এই হিসাব সভাপতি, সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক ও ইমাম এর মধ্য হইতে যে কোনো দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। অবসর কিংবা চাকুরী সমাপনান্তে এই অর্থ স্ব স্ব ব্যক্তিকে প্রাপ্যতা অনুযায়ী পরিশোধ করিতে হইবে। অর্থ সম্পাদক এই হিসাব সংরক্ষণ করিবেন। মসজিদ কমিটির অনুমোদন ব্যতীত এই টাকা উত্তোলন করা যাইবে না।

(২) চাকুরী সমাপনান্তে এককালীন সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে। এইক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তি উক্ত মসজিদে যত বৎসর কর্মরত ছিলেন তত মাসের মূলবেতনের সমান অর্থ প্রদান করা যাইবে।

৩০। **মসজিদ তথ্য ভান্ডারে নিবন্ধন।**—(১) সারাদেশের মসজিদসমূহের সঠিক পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার (ডাটাবেইজ) প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা হইবে। এই লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মসজিদ নিবন্ধন করা হইবে।

(২) নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করিবার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে নিবন্ধনের আহবান জানিয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদ বা ক্ষেত্রমত সিটি কর্পোরেশন বা পৌর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে।

(৩) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে মসজিদের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য পূরণ ও স্বাক্ষরপূর্বক কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত নিবন্ধন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন। নিবন্ধন কর্মকর্তা তাহার অধিক্ষেত্রে নিবন্ধিত সকল মসজিদের তথ্য সম্বলিত তালিকা/ হাল নাগাদ তালিকা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন। এইরূপ তথ্য প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে একবার হালনাগাদ করিতে হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরিত তালিকা উক্ত কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে। মন্ত্রণালয় সেই তালিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

৩১। **ছুটি।**—(১) মসজিদে কর্মরত ব্যক্তিগণ মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে—

(ক) প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ৪ দিন সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন;

(খ) পঞ্জিকাবর্ষে সর্বমোট ২০ দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। তবে এরূপ ছুটি একাদিক্রমে ১০ দিনের উর্ধ্বে ভোগ করা যাইবে না;

(গ) প্রতি ১২ দিনে ১ দিন অর্জিত ছুটি প্রাপ্য হবেন। এরূপ অর্জিত ছুটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও চিকিৎসাজনিত কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ৩০ দিন ভোগ করিতে পারিবেন। এরূপ ছুটিকালীন কর্মরত ব্যক্তি নির্ধারিত বেতন-ভাতা পাবেন।

(২) ছুটির আবেদন প্রদান এবং তা মঞ্জুরের সময় নিশ্চিত করিতে হইবে যে, ছুটিকালীন মসজিদের নৈমিত্তিক কার্যক্রম কোনরূপ বিঘ্নিত হইবে না।

৩২। **প্রশিক্ষণ।**—মসজিদ কমিটি মসজিদে কর্মরত ব্যক্তিগণের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাহাদিগকে সরকারি, বেসরকারি বা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। এরূপ প্রশিক্ষণকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হইবে।

৩৩। **চাকুরির বৃত্তান্ত।**—কমিটি মসজিদে কর্মরত ব্যক্তিগণের জীবন-বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নাগরিকত্ব, জন্ম তারিখ ও সকল সনদের সত্যায়িত কপি পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ করিবে। ইমাম, মুয়াযযিন ও খাদিমগণের তথ্যাবলি সংরক্ষণের জন্য পৃথক পৃথক চাকুরি বহিতে চাকুরির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহা মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কর্তৃক প্রতিপাদিত হইতে হইবে।

৩৪। **পদত্যাগ।**—মসজিদে কর্মরত কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে চাহিলে নিজ স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির নিকট জমা দিবেন। মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় প্রাপ্ত পদত্যাগপত্র গ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

৩৫। **চাকুরিচ্যুতি** ।—(১) এই নীতিমালা বা নিয়োগপত্রের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিবার জন্য মসজিদে কর্মরত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কমিটি চাকুরিচ্যুত করিতে পারিবে। তবে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যেকোনো সময় অতিরিক্ত জনবল বিবেচনায় মসজিদে নিয়োজিত যেকোনো ব্যক্তিকে ছয় মাসের অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্বক তাহার চাকুরির অবসান ঘটাইতে পারিবে।

৩৬। **চাকুরির বিরোধ নিষ্পত্তি।**—(১) মসজিদে কর্মরত কোনো ব্যক্তি অনুচ্ছেদ ৩৫(১) এর অধীনে গৃহীত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বা ক্ষেত্রমত সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট আপিল আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত আবেদন নিষ্পত্তির জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা ক্ষেত্রমত সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা নিম্নরূপে একটি কমিটি গঠন করিবেন:

ক্রম	মনোনীত ব্যক্তি	সংখ্যা
(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন সরকারি কর্মকর্তা	আহবায়ক
(২)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় আলিয়া বা কওমী মাদ্রাসার একজন সুপার/অধ্যক্ষ/মুহতামিম	সদস্য
(৩)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সরকার নিবন্ধিত ইমাম/খতীব সংগঠনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে গঠিত কমিটি অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ গঠিত কমিটি আবেদনপত্র প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানী গ্রহণপূর্বক সুপারিশমূলক সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

৩৭। **জটিলতা নিরসন।**—এই নীতিমালা কার্যকর করিতে কোনো জটিলতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কমিটি উহা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। জেলা প্রশাসক নিম্নোক্ত কমিটির সভায় তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। এই কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ক্রম	পদের নাম	
(১)	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক	আহ্বায়ক
(২)	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক	সদস্য সচিব
(৩)	জেলা প্রশাসক মনোনীত সরকার নিবন্ধিত ইমাম/খতীব সংগঠনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য

৩৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই নীতিমালা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পর মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৬ রহিত হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত নীতিমালার অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা চলমান কোনো কার্যধারা এই নীতিমালার অধীন কৃত, গৃহীত বা চলমান বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ কামাল উদ্দিন
সচিব।

তফসিল

[অনুচ্ছেদ- ১৫ দ্রষ্টব্য]

মসজিদের পদসমূহে নিয়োগের জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

ক্রম	পদের নাম	নিয়োগের বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
(১)	খতীব	--	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে (চুক্তিভিত্তিক)	**(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ১। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির কামিল অথবা ২। আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ স্বীকৃত কোনো কওমী মাদ্রাসা বোর্ড হইতে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির দাওরায়ে হাদীস (তাকমিল) অথবা ৩। দাখিল ও আলিমসহ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামী বিষয় বা আরবিতে অনার্সসহ কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রী। **(খ) অন্যান্য যোগ্যতা:** (১) ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত; (২) বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তরজমায় পারদর্শিতা; (৩) আরবি ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা; (৪) ইসলাম ধর্মীয় বিষয় যথা- তাফসির, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান; **(গ) অভিজ্ঞতা:** কোনো মসজিদে সিনিয়র পেশ ইমাম অথবা পেশ ইমাম হিসাবে ৫ বছরসহ ইমাম হিসাবে কমপক্ষে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা কোনো মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস, ফকীহ, আদীব পদে অথবা কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী বিষয় বা আরবিতে কমপক্ষে ৮ বৎসর অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা; **(ঘ) অন্যান্য শর্তাদি:** খতিব পদে নিয়োগ চুক্তিভিত্তিক হইবে এবং নিয়োগের অন্যান্য শর্তাবলি চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

ক্রম	পদের নাম	নিয়োগের বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
(২)	সিনিয়র পেশ ইমাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৫০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে বা পদোন্নতির মাধ্যমে	**(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** **(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ১। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির কামিল অথবা ২। আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ স্বীকৃত কোনো কওমী মাদ্রাসা বোর্ড হইতে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির দাওরায়ে হাদীস (তাকমিল) অথবা ৩। দাখিল ও আলিমসহ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামী বিষয় বা আরবিতে অনার্সসহ কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রী। **(খ) অন্যান্য যোগ্যতা:** (১) ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত; (২) বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তরজমায় পারদর্শিতা; (৩) আরবি ভাষায় কথোপকথনে দক্ষতা; (৪) ইসলাম ধর্মীয় বিষয় যথা- তাফসির, হাদিস, ফিক্বহ ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান; **(গ) অভিজ্ঞতা:** কোনো মসজিদে পেশ ইমাম হিসাবে ৩ বছরসহ ইমাম হিসাবে কমপক্ষে ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা কোনো মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস, ফকীহ, আদীব পদে অথবা কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী বিষয় বা আরবিতে কমপক্ষে ৫ বৎসর অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা। **(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** সংশ্লিষ্ট মসজিদে পেশ ইমাম পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক কর্মকাল।
(৩)	পেশ ইমাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর এবং	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে বা পদোন্নতির মাধ্যমে	**(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** **(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ১। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির কামিল অথবা

ক্রম	পদের নাম	নিয়োগের বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
		পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৫০ বৎসর।		২। আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ স্বীকৃত কোনো কওমী মাদ্রাসা বোর্ড হইতে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির দাওরায়ে হাদীস (তাকমিল) অথবা ৩। দাখিল ও আলিমসহ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামী বিষয় বা আরবিতে অনার্সসহ কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রী। **(খ) অন্যান্য যোগ্যতা:** (১) ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত; (২) বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তরজমায় পারদর্শিতা; (৩) আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্মীয় বিষয় যথা- তাফসির, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান; **(গ) অভিজ্ঞতা:** কোনো মসজিদে ইমাম হিসাবে কমপক্ষে ৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা কোনো মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস, ফকীহ, আদীব পদে অথবা কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী বিষয় বা আরবিতে কমপক্ষে ৩ বৎসর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। **(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** সংশ্লিষ্ট মসজিদে ইমাম পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক কর্মকাল।
(৪)	ইমাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ১। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে কামিল অথবা ২। আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ স্বীকৃত কোনো কওমী মাদ্রাসা বোর্ড হইতে দাওরায়ে হাদীস (তাকমিল) অথবা ৩। দাখিল ও আলিমসহ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামী বিষয় বা আরবিতে অনার্স ডিগ্রী।

ক্রম	পদের নাম	নিয়োগের বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
				(খ) অন্যান্য যোগ্যতা: (১) ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত; (২) বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তরজমায় পারদর্শিতা; (৩) আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্মীয় বিষয় যথা- তাফসির, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান; **(গ) অভিজ্ঞতা:** মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস, ফকীহ, আদীব পদে অথবা কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী বিষয় বা আরবিতে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য।
(৫)	প্রধান মুয়াযযিন	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৪৫ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে বা পদোন্নতির মাধ্যমে	**(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** **(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ১। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে ফাজিল অথবা ২। আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ স্বীকৃত কোনো কওমী মাদ্রাসা বোর্ড হইতে ফযিলত অথবা ৩। দাখিল ও আলিমসহ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামী বিষয়সহ ব্যাচেলর ডিগ্রী। **(খ) অন্যান্য যোগ্যতা:** (১) ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত; (২) বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও সুললিত কন্ঠের আযানে পারদর্শিতা; (৩) ইসলাম ধর্মীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান; **(গ) অভিজ্ঞতা:** কোনো মসজিদের মুয়াযযিন হিসাবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। **(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** সংশ্লিষ্ট মসজিদে মুয়াযযিন পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক কর্মকাল।

ক্রম	পদের নাম	নিয়োগের বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
(৬)	মুয়াযযিন	অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ১। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে আলিম অথবা ২। আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ স্বীকৃত কোনো কওমী মাদ্রাসা বোর্ড হইতে সানাবিয়্যা উলইয়া অথবা ৩। দাখিলসহ উচ্চ মাধ্যমিক পাস। **(খ) অন্যান্য যোগ্যতা:** (১) ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত; (২) বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও সুললিত কণ্ঠের আযানে পারদর্শিতা; (৩) ইসলাম ধর্মীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান; **(গ) অভিজ্ঞতা:** মুয়াযযিন হিসাবে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য।
(৭)	প্রধান খাদিম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৫০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে বা পদোন্নতির মাধ্যমে	**(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** **(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ১। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে দাখিল অথবা ২। আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ স্বীকৃত কোনো কওমী মাদ্রাসা বোর্ড হইতে সানাবিয়্যা অথবা ৩। এসএসসি পাস। **(খ) অন্যান্য যোগ্যতা:** (১) ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত; (২) বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও আযানে পারদর্শিতা; (৩) ইসলাম ধর্মীয় বিষয়ে পদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান; **(গ) অভিজ্ঞতা:** কোনো মসজিদের খাদিম হিসাবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। **(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** সংশ্লিষ্ট মসজিদে খাদিম পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক কর্মকাল।

ক্রম	পদের নাম	নিয়োগের বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
(৮)	খাদিম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ১। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে দাখিল অথবা ২। আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ স্বীকৃত কোনো কওমী মাদ্রাসা বোর্ড হইতে সানাবিয়্যা অথবা ৩। এসএসসি পাস। **(খ) অন্যান্য যোগ্যতা:** (১) ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত; (২) বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও আযানে পারদর্শিতা; (৩) ইসলাম ধর্মীয় বিষয়ে পদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান; **(গ) অভিজ্ঞতা:** মসজিদের খাদিম হিসাবে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য।
(৯)	নিরাপত্তা প্রহরী (দিবা)	অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ১। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে অষ্টম শ্রেণি অথবা ২। আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ স্বীকৃত কোনো কওমী মাদ্রাসা বোর্ড হইতে মুতাওয়াসসিতাহ্ অথবা ৩। স্বীকৃত কোনো উচ্চ বিদ্যালয় হইতে অষ্টম শ্রেণি পাশ। **(খ) অন্যান্য যোগ্যতা:** (১) ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত; (২) শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা।
(১০)	নিরাপত্তা প্রহরী (নৈশ)	অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ১। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে অষ্টম শ্রেণি অথবা ২। আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ স্বীকৃত কোনো কওমী মাদ্রাসা বোর্ড হইতে মুতাওয়াসসিতাহ্ অথবা

ক্রম	পদের নাম	নিয়োগের বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
				৩। স্বীকৃত কোনো উচ্চ বিদ্যালয় হইতে অষ্টম শ্রেণি পাশ। **(খ) অন্যান্য যোগ্যতা:** (১) ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত; (২) শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা।
(১১)	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ১। আলিয়া মাদ্রাসা হইতে অষ্টম শ্রেণি অথবা ২। আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ স্বীকৃত কোনো কওমী মাদ্রাসা বোর্ড হইতে মুতাওয়াসসিতাহ্ অথবা ৩। স্বীকৃত কোনো উচ্চ বিদ্যালয় হইতে অষ্টম শ্রেণি পাশ। **(খ) অন্যান্য যোগ্যতা:** (১) ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত; (২) শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd